এক আধ্যাত্মিক যুগলবন্দির রূপকথা

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

গঙ্গাবক্ষ থেকে বেলুড় মঠের শ্রীমা সারদা দেবীর মন্দির এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয়, মা গঙ্গা, শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির, ঠাকুরের মন্দির সব একে অপরের ওপর প্রতিস্থাপিত হয়ে নির্মাণ করেছে এক অদ্ভুত সম্মিলিত সৌধ—যেন একটি তত্ত্বস্বরূপ—পুণ্যতোয়া মা গঙ্গা, মা সারদা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অভিন্নশক্তিস্বরূপ। জগতকে পবিত্র করে চলেছেন নিরন্তর, নিত্যপতিতপাবন, পতিতোদ্ধারিণী প্রবাহ। আর ওই যুগলমন্দিরের দুপাশে স্বামীজী এবং রাজা মহারাজের মন্দির দুটি যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা ভাবমন্দিরের দুটি 'নহবত' যেখানে নিত্য সহজ লীলার মধুর সুরে বেজে চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণরাগিণী।

পূজ্যপাদ নির্বাণানন্দজী তাঁর 'দেবলোকের কথা' গ্রন্থে বলেছেন, ''স্বামীজীর সঙ্গে ঠাকুরের একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। দেশ-দেশান্তরে তাঁর ভাবপ্রচার এবং সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজীকে তিনি শক্তি দিয়েছিলেন। তাঁরই শক্তিতে স্বামীজী সঙ্ঘ গড়লেন, ভাবপ্রচার করলেন।... এটা একটা। আর একটা মহারাজকে দেওয়া শক্তি। মহারাজকে ঠাকুর এই সঙ্ঘ চালাবার শক্তি দিয়েছিলেন।... এই সঙ্ঘটিকে পরিচালনা করার জন্য যেন তিনি নির্দিষ্ট ছিলেন।''

এই ভাবনা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদদের জীবন অনুধ্যান করলে দেখতে পাই, তাঁরা যেন সর্বতোভাবে স্বামীজী এবং রাজা মহারাজের সহযোগী অঙ্গরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাবিস্তারের কাজ করে গেছেন। এঁদের প্রত্যেকের জীবনই রামকৃষ্ণময় অথচ প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্যের অভিনবত্বে অনুপম। এই অসামান্য জীবনগুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নিঃশর্ত আত্মনিবেদন, আনুগত্য এবং সেবামাধুর্যের স্বর্গীয় আলোকে; মন্দ্রিত হয়েছে 'সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহা' মন্ত্রে।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘরূপী হোমকুণ্ডে হরিনাথ তথা স্বামী তুরীয়ানন্দজীর আত্মনিবেদনটির স্বরূপও যেন চতুর্থমাত্রাবিশিষ্ট তুরীয়ভাবের। জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে সীমাবদ্ধ প্রাকৃতবুদ্ধিতে এই আত্মনিবেদন খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। আবাল্য অন্তর্মুখী একান্তসেবী তুরীয়ানন্দজীর শৈশবেই তাঁর জীবনের গতিকে নির্দিষ্ট করেছিল একটি শ্লোক :

''যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্‌নিরোধোঽপরিগ্রহঃ।
নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা॥''

শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যে প্রথম আসার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেরো-চোদ্দো। ওই বয়সেই তাঁর প্রিয় পুস্তক হয়ে উঠেছে অদ্বৈতবেদান্তের গ্রন্থ 'রামগীতা'। তখন তাঁর একান্তপ্রিয়তা, বেদান্তনিষ্ঠা, বিবিক্তসেবা এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে,